NOV 2 7 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

NOV. 1 8 2000

আজ ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু পরীক্ষার্থী ৩,২১,২৭২

গিয়াস উদ্দিন রিমন

আজ সারাদেশে ২০০০ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্র ৬০২টি। মোট পরীক্ষার্থী ৩ লাখ ২১ হাজার ২৭২ জন। এর মধ্যে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার্থী ২ লাখ ৫৩ হাজার ৮৪৬ জন ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার্থী ৬৭ হাজার ৪২৬ জন। ডিগ্রি পরীক্ষার্থী গতবারের চেয়ে এবার প্রায় ১৫ হাজার কম। এবার দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশিরভাগ কেন্দ্র এবং থানা সদরের বাইরের অর্ধশত কেন্দ্রসহ প্রায় ২০০ কেন্দ্রকে নকলপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নকল প্রতিরোধের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে ৪০০টি পরিদর্শক টিম এবং ৬৪টি উচ্চপর্যায়ের মোবাইল টিম গঠন করা হয়েছে। স্থানীয়পর্যায়ে জেলা প্রশাসকরা ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে তদারকি টিম গঠন করেছেন। পরীক্ষার প্রথম দিনে আজ ১০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইংরেজি পরীক্ষা থাকায় পরিদর্শকরা কড়া নজর দেবেন। অতিরিক্ত নকলপ্রবণ ও স্পর্শকাতর

শুরু : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৫

শুরু : ডিগ্রি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি আধাসামরিক বাহিনী বিডিআর মোতায়েন করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেও পরীক্ষায় নকলের ভয়াবহতার আশঙ্কায় সবাই শঙ্কিত। বিশেষ করে পরীক্ষা পরিচালনায় মাঠপর্যায়ে মূল দায়িত্বপালনকারী জেলা প্রশাসকদের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বেশ নাখোশ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নকল প্রতিরোধে জেলা প্রশাসকদের কাছে সুপারিশ চাইলে তারা বলেছিলেন, নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য এক কলেজের পরীক্ষার্থীদের অন্য কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সুপারিশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে পরিবর্তনের পর নতুন উপাচার্য তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্র পরিবর্তনের ওই প্রক্রিয়া বাতিল করে দেন। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত নকলপ্রবণ হওয়ার কারণে বাতিলকৃত কেন্দ্রগুলো পুনর্বহাল করা হয়েছে। এতে জেলা প্রশাসকরা এবং পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনেকেই অসন্তুষ্ট।

এবার গতবারের চেয়ে কেন্দ্র বেড়েছে ১৪টি। গতবারের ৫৮৮টি কেন্দ্রের স্থলে এবার একটি উপকেন্দ্রসহ ৬০১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়া হবে। নকলপ্রবণ হওয়ার কারণে ৮৮টি কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিল, পরে ৮৬টি পুনর্বহাল করা হয়। বাকি দু'টি কেন্দ্র খুলনার আহসান উল্লাহ কলেজ ও কুমিল্লার জুরানপুর কলেজ কেন্দ্র পুনর্বহাল করা হয়নি। মূলত রাজনৈতিক চাপেই বাতিল কেন্দ্রগুলো পুনর্বহাল করা হয়েছে। তবে এক কলেজের পরীক্ষার্থীদের অন্য কলেজে পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেলেও এক কলেজের শিক্ষকদের অন্য কলেজে পরীক্ষা নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ ৬টি বিভাগীয় শহরে অবশ্য এক কলেজের পরীক্ষার্থীরা অন্য কলেজে পরীক্ষা দেবে। শিক্ষাসচিব ইতিমধ্যে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনও নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা রক্ষার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ একইসঙ্গে শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে পরিবর্তন ও অস্থিরতার কারণে ডিগ্রি পরীক্ষা ২০ দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এর আগে ২৯ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। বন্যাউপদ্রুত ৬টি জেলার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নেয়া না নেয়ার বিষয়টি তাদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, ওই অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের জন্য কয়েক মাস পর বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়া হবে। তবে তারা ইচ্ছা করলে শনিবার থেকে পরীক্ষা দিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই অঞ্চলের সব পরীক্ষার্থীর জন্যই প্রশ্ন ও উত্তরপত্র কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। নতুন করে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

এবারের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ লাখ ৭১ হাজার ৯৪৩ জন ছাত্র ও ৮১ হাজার ৯০৩ জন ছাত্রী। এর মধ্যে বিএ পরীক্ষার্থী ১ লাখ ১২ হাজার ৫৯৮ জন, বিএসএস ৮৩ হাজার ৯১১ জন, বিএসসি ১৯ হাজার ৮৬৬ জন, বিকম ৩৪ হাজার ৬৪১ জন, বিমিউজ ৩৩ জন, সার্টিফিকেট কোর্স ২ হাজার ৭৯৭ জন এবং ৪৬ হাজার ৫০ জন নিয়মিত ও ২১ হাজার ৩৭৬ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী মিলিয়ে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার্থী ৬৭ হাজার ৪২৬ জন। প্রতিদিন সকাল বেলা ডিগ্রি (পাস) ও বিকেল বেলা সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৮ জানুয়ারি পরীক্ষা শেষ করার রুটিন দেয়া হয়েছে।